দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 7 JUL 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করতে ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে

মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে শিক্ষা সচিব : জমিয়াতুল মোদাররেছীনের ১৬ দফা প্রস্তাব

স্টাফ রিপোর্টার

মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক পদক্ষেপ নেয়া হবে। গতকাল (মঙ্গলবার) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এক বৈঠকে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা সচিব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত একথা বলেন। মাদ্রাসা শিক্ষার শত বছরের পুঞ্জিভূত সমস্যার সমাধান, উন্নয়নের পন্থা নির্ধারণ, আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া যুগোপযোগী করার বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বৈঠকের আয়োজন করে। বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব আলেফ উদ্দীনের উপস্থাপনায় ১২ দফা বিশিষ্ট পৃঃ ১২ কঃ ৪

মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন আধুনিকায়ন

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

কর্মপত্র ও বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের মহাসচিব আলহাজ্ব মাওলানা শাকীর আহমদ মোমতাজী উপস্থাপিত ১৬ দফা প্রস্তাবনা নিয়ে দীর্ঘ ৩ ঘণ্টা আলোচনা ও পর্যালোচনা হয়।

বৈঠকে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের পথে বিদ্যমান সমস্যা ও সংকট চিহ্নিত ও সমস্যা সমাধানের পথ ও পন্থা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন, অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, ইউজিসি অধ্যাপক ড. এম আলাউদ্দীন, ভিসি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, যুগ্মসচিব (কারিগরি ও মাদরাসা) এম মোজাম্মেল হক, যুগ্মসচিব কলেজ জনাব মঈনুদ্দীন খন্দকার, যুগ্মসচিব (মাধ্যমিক) মহেন্দ্র উদ্দিন আহমদ, মহাপরিচালক মাউশি, অধ্যাপক মোমাদুর রশীদ, প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা নুরুল হক মজুমদার, চেয়ারম্যান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ, অধ্যক্ষ মাওলানা জয়নাল আবেদীন, অধ্যক্ষ ড. মাও. এ. কে. এম মাহবুবুর রহমান, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর প্রমুখ।

জমিয়াত মহাসচিব তার বক্তব্যে মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর আন্তরিকতা ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ বিশেষ করে স্বতন্ত্র এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী-আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দান, বেসরকারী বেতন কমিশন গঠন ও দাখিল স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদানের সিদ্ধান্তকে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিবসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

জমিয়াত মহাসচিব তার বক্তব্যে সবগঠিত শিক্ষা কমিশন পুনর্গঠন কমিটি মাদরাসা শিক্ষার স্বতন্ত্রতা ঠিক রেখেই সবকিছু করবেন, এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মহা সচিব ১৬ দফা প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। প্রস্তাবনাসমূহ হল ১. এ্যাফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ২. ফাজিল ও কামিল শ্রেণীর জনবল কাঠামো অনুমোদন ৩. মাদরাসার জন্য স্বতন্ত্র অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা ৪. স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদরাসাসমূহকে এমপিওভুক্তিকরণ ৫. সরকারী আলিয়া মাদরাসা সমূহের শিক্ষক সমস্যা দূরীকরণ ৬. সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদরাসা শিক্ষার বেতন স্কেল ও নিয়োগ বিধিতে বৈষম্য, আলেম মাদরাসার অধ্যক্ষ ফাজিল ১ম শ্রেণী হওয়ার শর্ত রহিতকরণ ৭. প্রভাষকগণের উচ্চতর স্কেল প্রদান ৮. ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর সরকারী বৃত্তি প্রদান ৯. শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ১০. এবতেদায়ী মাদরাসার শিক্ষক নিয়োগে নিবন্ধন পাসের শর্ত রহিতকরণ ১১. মাদরাসার ক্ষেত্রে ২০% ও ৪০% ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ আদেশ স্থগিত করা ১২. স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদরাসা সমূহকে এমপিওভুক্তিকরণ ১৩. এমটিআরসি ও স্বীকৃতিমালা বিদ্যমান জটিলতার নিরসন করা ১৪. সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদরাসা শিক্ষার তৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন ১৫. শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ ও এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান জটিলতা নিরসন ১৬. বেতনভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পদের সংখ্যা নুন্যতম ৫ জন বহাল রাখা। এসকল দাবী ছাড়াও মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত কর্মপত্রে ছিল মাদরাসায় বিজ্ঞান শাখা খোলা, নির্বাচিত মাদরাসায় কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তন, মাদরাসার কারিকুলাম ও সিলেবাস যুগোপযোগীকরণ, মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যবইয়ের সাথে সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যবইয়ের সমন্বয়সাধন, সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, মাদরাসা শিক্ষকদের বিএড প্রশিক্ষণ ও বিএমটিটি আই-এর মান উন্নয়ন ইত্যাদি।

আলোচনায় সভার সভাপতি ও সচিব (ভারপ্রাপ্ত) উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত বলেন, মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম বলেন, স্বতন্ত্র এ্যাফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী যৌক্তিক ও সময়োপযোগী। একটি একাডেমিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে প্রায় দেড় হাজার ফাজিল কামিল মাদরাসা পরিচালনা খুবই কষ্টকর। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এম আলাউদ্দিন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত কারিকুলাম ও সিলেবাস বাস্তবায়নের জন্য প্রধান শর্ত হল শিক্ষক। কিন্তু দীর্ঘদিন শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় ফাজিল ও কামিল মাদরাসাসমূহের শিক্ষার মান মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। মাদরাসা শিক্ষাকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য যত দ্রুত সম্ভব প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো অনুমোদন করে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি জরুরী ভিত্তিতে এ বিষয়টি সমাধানের আহ্বান জানান। উপাচার্য মাদরাসার গভর্নিং বডি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে সচিব বলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ফাজিল ও কামিল মাদরাসার গভর্নিং বডি স্থগিত করা হয়েছিল বর্তমানে তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বের মতই গভর্নিং বডি অনুমোদন দেবে। বৈঠকে উপস্থাপিত বিষয়াবলী নিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের পথ ও পন্থা নির্ধারণের জন্য যুগ্ম সচিব কারিগরি ও মাদরাসা এম মোজাম্মেল হকের নেতৃত্বে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠিত হয়। বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহাপরিচালক কারিগরি ও শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাপরিচালক মাদ্রেছা, চেয়ারম্যান বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, চেয়ারম্যান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, উপ-সচিব কারিগরি ও মাদরাসা, প্রকল্প পরিচালক এসইএসটিপি, পরিচালক ব্যানবেইজ, অধ্যক্ষ বিএমটিটিআই, অধ্যক্ষ মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা, অধ্যক্ষ বড়ো সরকারী আলিয়া মাদরাসা, জমিয়াত নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন অধ্যক্ষ মাওলানা মো. ইউনুছ (ঢাকা) সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা ছালেহ (খুলনা) সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ ড. মাওলানা পরাক্রত আলী (ছাত্রছীনা) সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা আ ম ম সামসুল আলম চৌধুরী (চট্টগ্রাম) যুগ্ম মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা হাফিজ উজ্জামান (রংপুর) যুগ্ম মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা মনোওর আলী (সিলেট) সাংগঠনিক সম্পাদক।